নেপোলিয়ন

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির মধ্যে একটি বিস্ময়কর মহাকাব্যিক চরিত্র নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ইতিহাসে এমন একটি বিচিত্র এবং অসাধারণ প্রতিভাময় চরিত্র চরম বিস্ময়ের। মহাকবি গ্যেটে এবং বায়রন নেপোলিয়নকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। যে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনী-শক্তি মানুষকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয় নেপোলিয়নের অনন্যসাধারণ জীবনকাহিনীতে তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গবেষকদের গবেষণালব্ধ তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য বাংলায় লেখা নেপোলিয়নের জীবনীগ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই। তাই সহজ করে নেপোলিয়নের বিস্ময়কর জীবনকাহিনী খুব সংক্ষেপে লেখবার চেষ্টা করেছি। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা গবেষক ও বহু আকরগ্রন্থের প্রণেতা আমার অগ্রজপ্রতিম ড. নিতাই বসুর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই বই লেখা সম্ভব হত না। "গ্রন্থতীর্থ" প্রকাশনার কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়কের প্রেরণায় নেপোলিয়ন লিখতে শুরু করি। তাঁর আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বইটি কোনোদিন পাঠকের কাছে পৌঁছত না। যদি আমার এই বইটি পড়ে কোনো একজন পাঠকও জীবনসংগ্রামে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবার প্রেরণা পান তা হলে সে কৃতিত্ব সম্রাট নেপোলিয়নের — আমি শুধু খুশি হব।

স্বপন মুখোপাধ্যায়

মহালয়া/১৪০৮
শ্রী বর্ধন পল্লী
পোঃ জোকা, কলকাতা — ৭০০১০৪

সূচিপত্র

বিশ্ব-ইতিহাসে একটি নক্ষত্রের জন্ম	১৩
বিপ্লবের সন্তান	২৬
প্রতিভার প্রথম প্রকাশ	৩৬
জীবনসঙ্গিনী জোসেফাইন	৪৫
ইতালি অভিযান	৪৮
ইজিপ্ট যাত্রা ঃ পিরামিডের যুদ্ধ	৬৩
বিপন্ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন এবং শাসনক্ষমতা গ্রহণ	৭৯
দ্বিতীয়বার ইতালি বিজয় ও সম্রাটপদ গ্রহণ	৮৮
অস্টারলিজ ও জেনার মহাযুদ্ধ	৯৬
রাশিয়া অভিযান	১০৭
এল্‌বা দ্বীপে	১২৭
একশো দিনের শাসন	১৩২
ওয়াটারলু	১৩৭
সেন্ট হেলেনা—নির্বাসিত জীবন	১৫১
আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ ও বীরের করুণ মৃত্যু	১৬৩
ঘটনাপঞ্জি	১৬৭

॥ এক ॥

বিশ্ব-ইতিহাসে একটি নক্ষত্রের জন্ম

ইতিহাসের পাতায় এমন দু-একটি চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের অভাবনীয় জীবনকথা সাধারণভাবে নাটক বা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলে সেগুলিকে অতিনাটকীয়, অবাস্তব এবং কষ্টকল্পিত বলে উপেক্ষা করা হবে অথচ এইসব ঐতিহাসিক নায়কদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ইতিহাসের কালস্রোতের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। সত্যকে, বাস্তবকে তো অস্বীকার করা যায় না, তাই এইসব চরিত্রগুলি আমাদের গভীর কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তাঁদের ব্যক্তিজীবন যে কেবল আমাদের বিস্মিত করে, তাই নয়, আমরা দেখতে পাই তাঁদের দোষ-গুণের সূত্র ধরেই ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এমনই এক বিস্ময়কর প্রতিভা। ইতিহাসের পাতায় তাঁর মতো এমন একজন বুদ্ধিদীপ্ত, বীর ট্রাজিক-নায়কের সন্ধান পাওয়া যাবে না। ভাগ্য-বিড়ম্বিত গ্রীক ট্রাজিডির বিপন্ন নায়ক চরিত্রের মতোই নেপোলিয়ন দু-শো বছর ধরে দেশ-কালের উর্ধ্বে জনপ্রিয়তায় অন্যতমশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক চরিত্র। যে ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর আজীবন শত্রুতা ছিল,

যে ইংল্যান্ডের হাতে তাঁকে জীবনের চরমতম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে সেই ইংল্যান্ডে এবং নিজের দেশ ফ্রান্সে তিনি সমানভাবে জনপ্রিয়। আজও তাঁকে ঘিরে গবেষকদের আগ্রহের সীমা নেই। লা মার্টিন বলেছেন— নেপোলিয়ন ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে, তবে সবথেকে বিস্ময়কর সৃষ্টি—একথা অকপটে স্বীকার করা যায়। মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অসীম সাহসিকতায় তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সমাধা করতেন। চরম বিপর্যয়ের মুখেও অবিচল থেকে নিজের ভাগ্য জয় করে নেবার তাঁর দুর্দমনীয় মানসিক শক্তি, সামরিক দক্ষতা ও অকল্পনীয় দূরদৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর চরিত্রের মধ্যে নানা বিপরীতধর্মী দোষ-গুণ লক্ষ করা যায়। একদিকে যেমন ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতালিপ্সা, তেমনি ছিল কর্তব্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম এবং জীবনের মূল্যবোধ। দেশের স্বার্থে যেমন কঠোরতম সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ছিলেন নির্ভীকচিত্ত, তেমনি তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয়ের পরিচয়েরও অভাব নেই। রুশোর মানসপুত্র নেপোলিয়নের বৈপ্লবিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও তাঁর যে হিটলার-মুসোলিনির মতো একনায়কতন্ত্রী মানসিকতা ছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। এই কারণে নেপোলিয়ন মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় আবার ঐতিহাসিক-গবেষকদের কাছে অপার বিস্ময়ের আকর। নানা বিপরীতধর্মী কর্মধারা তাঁর জীবনকথাকে আরো নাটকীয় রহস্যময়তায় ঘিরে রেখেছে। যুগান্তকারী ফরাসি বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের এক অস্বাভাবিক বাঁকের মুখে নেপোলিয়নের চকিত আবির্ভাব। তাঁর চরিত্রের ত্রুটিগুলিকে ইতিহাস ক্ষমা করে নি। কিন্তু ইতিহাস তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে কখনো উপেক্ষা করতে পারেনি, পারবেও না।

প্রায় সমগ্র ইউরোপ পদানত করার পর নেপোলিয়ন পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারতবর্ষেও আসতে চেয়েছিলেন, টিপু সুলতানকে ইংরাজ-বিতাড়নে সাহায্য করার ইচ্ছা ছিল। ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ ও ভাবধারাকে সমগ্র বিশ্বে

ছড়িয়ে দিয়ে নিপীড়িত মানুষের পরিত্রাতা হতে চেয়েছিলেন তিনি। মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন। নেপোলিয়নের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ফরাসি জনগণ তাঁকে সেই ক্ষমতা দিয়েছিল — তাঁর মাথায় তারা সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা-লাভের পর তিনি তাঁর আদর্শকেই পদদলিত করলেন। পৃথিবীর সব থেকে ক্ষমতাবান মানুষটি নির্জন দ্বীপের কারাগারের মধ্যে যৌবনের দীপ্তি সম্পূর্ণ নিভে যাওয়ার আগেই চূড়ান্ত হতাশায়, অবমাননার কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের সফলতা তাঁকে দীনতম অবস্থা থেকে সম্রাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একইভাবে তাঁর ব্যর্থতা তাঁকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্রনায়ক তাঁর সৈন্যদের কাছে এমন আপনজন হয়ে উঠতে পারেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা গর্বের সঙ্গে নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন।

নেপোলিয়ন জন্মেছিলেন ইতালির পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের বুকে ছোট্ট একটি দ্বীপ কর্শিকাতে, নির্বাসিত হয়েছিলেন এল্‌বা নামে আরেকটা ছোট্ট দ্বীপে আর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেন্ট হেলেনার মতো আরেক পাহাড়ঘেরা, নির্জন, অভিশপ্ত ক্ষুদ্র দ্বীপে। তাঁর বাহান্ন বছরের জীবনকালে অন্তত বাহান্নবার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন। যে নেপোলিয়ন নিজের ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনদের ইউরোপের এক-একটি দেশ ছোটোদের হাতে খেলনা তুলে দেবার মতো করে দান করেছেন সেই নেপো-লিয়ন তাঁর করুণ মৃত্যুর পূর্বে কাতরভাবে একটি প্রার্থনা করেছিলেন — যেন তাঁর মৃতদেহটি সিন-নদীর তীরে তাঁর প্রিয় ফরাসি দেশের মাটিতে সমাধিস্থ করা হয়, অথচ তাঁর সেই অন্তিম বাসনা পূর্ণ হয়নি। ফ্রান্সের মাটিতে তাঁকে সমাধিস্থ করার মতো জমিটুকুও পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর ১৯ বছর পর তাঁর দেহাবশেষ ফ্রান্সে নিয়ে আসা হয়। মৃত নেপোলিয়ন তাঁর স্বদেশবাসীর হৃদয়ে আরেকবার তাঁর জীবনের গৌরব নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

বারবার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সমস্ত জীবন উল্কার মতো

ছুটে বেড়িয়েছেন নেপোলিয়ন। তাঁকে নিয়ে কবি বায়রন কবিতা লিখেছেন, বিথোফেন তাঁর উদ্দেশ্যে সঙ্গীতমূর্চ্ছনা উৎসর্গ করেছেন আবার তা ফিরিয়ে নিয়েছেন, প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক বালজাক শুধু নেপোলিয়ন-ভক্ত ছিলেন না, নিজেও সাহিত্যজগতের নেপোলিয়ন হতে চেয়েছিলেন। স্বয়ং রাশিয়ার জার আলেকজান্দারের স্বপ্ন ছিল তিনি নেপোলিয়ন হবেন। নেপোলিয়ন নিজেই বলেছেন— "কী বিচিত্র জীবন আমার"। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, তিনি যথার্থই ফরাসি বিপ্লবের সন্তান। ফরাসি বিপ্লব না হলে তিনি নেপোলিয়ন হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত হতে পারতেন না। তিনি বিপ্লবী আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সামাজিক সংস্কারসাধনে সফল হয়েছিলেন, আবার তিনিই সম্রাটের মুকুট নিজের হাতে মাথায় পরলেন। একশো-দিনের সেই নাটকীয় সময়ে তিনি ছিলেন উদারপন্থী এবং তারপরেই নির্বাসিত বন্দি।

এই বিচিত্র বীর চরিত্রটির জীবনকথা বর্ণালীর মতোই নানা রঙে রঞ্জিত। মাতৃগর্ভে থাকার সময়তেই নেপোলিয়নকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। ভূমধ্যসাগরের বুকে ইতালি-সংলগ্ন ছোট্ট দ্বীপ কর্শিকা। এই দ্বীপটি ফরাসি উপকূল থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। এই দ্বীপের একটি অনুন্নত শান্ত নগর আয়াসিও (ইতালিয় উচ্চারণ আয়াচ্চো— Ajaccio)। মাত্র হাজার চারেক নগরবাসী সেখানে প্রধানত চাষবাস করে জীবিকা অর্জন করে। দ্বীপটি ছিল ইতালির অন্তর্ভুক্ত, দ্বীপবাসীদের ভাষাও ইতালিয়। কিন্তু নেপোলিয়নের জন্মের মাস দুই আগে কর্শিকা ফরাসি দেশের বোর্বোঁ রাজবংশের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নেপোলিয়নের বাবা কার্লো বোনাপার্ট ছিলেন একজন আইনজীবী এবং অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। কর্শিকার স্বদেশপ্রেমী জেনারেল পাওলির তিনি বিশেষ অনুগত ও আস্থাভাজন ছিলেন। জেনারেল পাওলি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েও ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাহাড়-ঘেরা কর্শিকার উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন কার্লো, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লেটিসিয়া। লেটিসিয়ার কোলে তখন তাঁদের

প্রথম শিশুপুত্র যোসেফ এবং গর্ভে নেপোলিয়ন। ঘোড়ার পিঠে গর্ভবতী লেটিসিয়া ভীষণ কষ্টে স্বামীর সঙ্গে কখনো গভীর অরণ্যে কখনো খাড়াই পাহাড়ি পথ বেয়ে পালিয়ে বেড়ান। ফরাসি সৈন্যের নজর এড়িয়ে আত্মরক্ষা করা কঠিন। তাঁরা বুঝতে পারলেন ফরাসিদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব। কার্লো ছিলেন চতুর, বুদ্ধিমান এবং সাহসী। তিনি ফিরে এলেন আয়াসিওর বাড়িতে। বেশ বড়ো, সুন্দর বাগানঘেরা বাড়ি। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে কার্লোর সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু খুব একটা আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। বাড়ির পাশেই সুন্দর একটি চার্চ, সেখানে নিয়মিত লেটিসিয়া প্রার্থনা করতে যেতেন। ১৫ আগস্ট ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে সকালবেলা প্রতিদিনের মতো লেটিসিয়া প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে চার্চে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর প্রসববেদনা তীব্র হল। হেঁটেই বাড়ি এলেন। ক্লান্ত বেদনাক্লিষ্ট শরীরটা একটা খাটের উপর এলিয়ে পড়ল। সঙ্গে ছিলেন ধাই-মা। তিনি সদ্যোজাত শিশুটিকে তাড়াতাড়ি একখণ্ড কার্পেটের ওপর শুইয়ে দিলেন। এই কার্পেটের ওপর মহাকবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডের একটি যুদ্ধের চিত্র বোনা ছিল। সেই মহাকাব্যিক যুদ্ধের দৃশ্যে আঁকা ছিল একিলিস্, হেক্টর প্রভৃতি বীরদের চিত্র। সেদিন কেউ বোঝেনি যে এই প্রাচীন মহাকাব্যের বীরদের কল্পকাহিনীকে আধুনিক যুগে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ইতিহাসের কোলে জন্ম নিলেন পৃথিবীর বিস্ময়, ইউরোপবিজয়ী বীর সম্রাট নেপোলিয়ন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর যে সমস্ত বীরদের কাহিনী আদিযুগ থেকে আজো মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে যেমন আলেকজান্ডার, হানিবল, জুলিয়াস সীজার, তারা কেউ নেপোলিয়নের মতো অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। অথচ নেপোলিয়নের বীরত্ব এদের সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। ইতিহাসের বিস্ময় এইখানে যে নেপোলিয়ন আধুনিক যুগের মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে মর্যাদা দিয়ে, প্রতিভাধরদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখে এবং সেই সঙ্গে বংশমর্যাদাকে গুরুত্ব না দিয়ে আপন মেধা ও যোগ্যতায় স্বদেশবাসীর